"মিষ্টি বাচ্চারা - শত্রু রূপী মায়া তোমাদের সামনে রয়েছে, সেইজন্যই নিজেকে খুব সাবধানে রাখতে হবে, যদি চলতে-চলতে মায়াতে ফেঁসে যাও তাহলে ভাগ্যে রেখা টেনে দেবে"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের অর্থাৎ রাজযোগী বাচ্চাদের মুখ্য কর্তব্য কোনটি?

*উত্তরঃ - পড়াশোনা করা আর পড়াশোনা করানো এটাই তোমাদের মুখ্য কর্তব্য। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে রয়েছো। তোমাদের কোনো জঙ্গলে যেতে হয়না। ঘর গৃহস্থে থেকে শান্তিতে বসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। অল্ফ (ঈশ্বর) আর বে (বাদশাহী) এই দুটো শব্দের মধ্যেই তোমাদের সম্পূর্ণ পঠন-পাঠন এসে যায়।

ওম্ শান্তি। বাবাও ব্রহ্মার দ্বারা বলতে পারেন যে বাচ্চারা গুড মর্নিং। এরপর কিন্তু বাচ্চাদেরও রেসপন্স দিতে হয়। এখানে হলো শুধুই বাবা আর বাচ্চাদের কানেকশন। নতুন যারা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিপক্ক না হবে, কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করতে থাকবে। এখানে হলো ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন, ভগবানুবাচও লেখা রয়েছে। ভগবান হলেন নিরাকার। এই বাবা খুব ভালোভাবে পাক্কা (বিচক্ষণ) করে তোলেন, কাউকে বোঝানোর জন্য। কেননা অন্যদিকে মায়ার প্রবল জোর রয়েছে। এখানে এটা নেই। বাবা তো বোঝেন যারা কল্প পূর্বে উত্তরাধিকার নিয়েছিল তারা নিজেরাই আসবে। এমন নয় যে অমুকে যাতে চলে না যায়, একে ধরে রাখো। চলে গেলে চলে যাবে। এখানে তো জীবিত থেকেও মৃত হওয়ার কথা। এখানে বাবা অ্যাডপ্ট করেন। অ্যাডপ্ট করা হয় উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বাচ্চারা মা-বাবার কাছে আসেই উত্তরাধিকারের লোভে। সাহুকারের সন্তান কখনও কি গরিবের কাছে অ্যাডপ্ট হবে? এতো ধন দৌলত ইত্যাদি সব ছেড়ে কিভাবে যাবে। অ্যাডপ্ট করে বিত্তবান। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা আমাদের স্বর্গের বাদশাহী দিচ্ছেন। কেন তাঁর হবো না। কোনও না কোনও জিনিসের প্রতি লোভ তো থাকেই। যত বেশি পঠন-পাঠন করবে ততই লোভ হবে। তোমরাও জানো বাবা আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন অসীমিত উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। বাবাও বলেন আমি তোমাদের সবাইকে আবারও ৫ হাজার বছর আগের মতোই অ্যাডপ্ট করি। তোমরাও বল যে বাবা আমরা তোমার। ৫ হাজার বছর আগেও তোমার হয়েছিলাম। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি কত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়েছো। প্রজাপিতাও প্রসিদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হবে দেবতা হতে পারবে না। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই চক্র ঘুরতে থাকে - আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি এরপর দেবতা হতে হবে। সত্যযুগে আমরা রাজ্য করব। সুতরাং এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধিতে না বসলে তখন চলে যায়। কিছু বাচ্চা আছে যারা নিচে নেমে যায়, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। মায়া রূপী শত্রু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিজের দিকে টেনে নিয়ে আসে। বাবা ক্ষণে-ক্ষণেই সাবধান করেন, মায়াতে ফেঁসে যেও না, তা না হলে নিজের ভাগ্যে রেখা টেনে দেবে। বাবাই জিজ্ঞাসা করতে পারেন আগে কখন মিলিত হয়েছ? এইকথা আর কারো জিজ্ঞাসা করার সাহসই হবে না। বাবা বলেন আমাকেই পুনরায় গীতা শোনাবার জন্য আসতে হয়। এসে রাবণের জেল থেকে তোমাদের ছাড়াতে হয়। বেহদের বাবা বেহদের কথা বুঝিয়ে বলেন। এখন হলো রাবণ রাজ্য, পতিত রাজ্য যা অর্ধেক কল্প ধরে শুরু হয়েছে। রাবণের ১০ মাথা দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর ৪ ভূজা দেখানো হয়েছে। এরকম কোনো মানুষ হয়না। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানো হয়েছে। এখানে এইম অবজেক্ট আছে, বিষ্ণু দ্বারা পালনা হয়। বিষ্ণুপুরীকে কৃষ্ণপুরীও বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের তো দুটো বাহুই দেখাবে তাইনা। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। বাবা প্রতিটি বিষয় বুঝিয়ে বলেন। ওসবই হলো ভক্তি মার্গ। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, তোমাদের এইম অবজেক্টই হলো নর থেকে নারায়ণ হওয়া। এই গীতা পাঠশালা হচ্ছেই জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত করার জন্য। এতে ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন। এটা হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। শিবকে রুদ্রও বলা হয়। এখন বাবা জিজ্ঞাসা করছেন এই জ্ঞান যজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের না শিবের? শিবকে পরমাত্মা বলা হয়, শঙ্করকে দেবতা। ওরা শিব আর শঙ্করকে এক করে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন আমি এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করেছি। তোমরা বাচ্চারা বলো বাপদাদা। ওরা বলে শিবশঙ্কর। জ্ঞানের সাগর তো একজনই।

এখন তোমরা জানো ব্রহ্মা জ্ঞান প্রাপ্ত করেই বিষ্ণু হন। চিত্রও তৈরি করা হয়েছে। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বেরিয়েছে। এর অর্থও কেউ বুঝবে না। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রের সার কে শোনান বাবা নাকি ব্রহ্মা? ইনিও (ব্রহ্মা) মাস্টার জ্ঞানের সাগর। বাকি যত চিত্র তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো যথার্থ ভাবে তৈরি করা হয়নি। ওসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী। মানুষ কখনো ৮ -১০ ভূজধারী হয়না। এটা শুধুই প্রবৃত্তি মার্গের দেখানো হয়েছে। রাবণের অর্থও বলা হয়েছে – অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ রাজ্য, রাত। অর্ধেক কল্প রামরাজ্য হলো দিন। বাবা প্রতিটি বিষয়ই বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সবাই

এক পিতার সন্তান। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণু পুরী স্থাপনা করেন এবং তোমাদের রাজযোগ শেখান। তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গম যুগেই রাজযোগ শেখাবেন। দ্বাপরে গীতা শুনিয়েছিলেন বলা, এটা ভুল হয়ে গেলো। বাবা সত্য বলেন। অনেকেরই ব্রহ্মার, শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়। ব্রহ্মাকে সাদা আবরণেই দেখতে পায়। শিববাবা তো হলেন বিন্দু। বিন্দুর সাক্ষাৎকার হলেও কিছু বুঝতে পারবে না। তোমরা বলো আমরা আত্মা, এখন আত্মাকে কে দেখেছে, কেউ না। ওটা তো হলো বিন্দু। বুঝতে পেরেছো না ! যে যেমন ভাবনা নিয়ে যাকে পূজা করে, তার সেটাই সাক্ষাৎকার হয়। দ্বিতীয় কোনো রূপ দেখলে মুষড়ে পড়ে। হনুমানের পূজা কেউ করলে সে তাকেই দেখবে। গনেশের পূজারীও তাকেই দেখবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের এতো ধনবান বানিয়েছিলাম, তোমাদের হীরে-জহরতের মহল ছিল, অগাধ ধন সম্পদ ছিল, তোমরা সেইসব কিভাবে হারিয়েছো? এখন তোমরা কাঙাল হয়ে গেছো, ভিক্ষা চাইছো। বাবা তো বলতেই পারেন তাইনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো বাবা এসেছেন, আমরা আবারও বিশ্বের মালিক হবো। এই ড্রামা অনাদি তৈরি করা আছে। প্রত্যেকেই ড্রামাতে নিজের পার্ট প্লে করছে। কেউ এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করে, এতে কান্নাকাটি করার কি আছে। সত্যযুগে কখনও কান্নাকাটি করে না। এখন তোমরা মোহজীত হচ্ছ। মোহজীত রাজারা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ আদি। ওখানে কোনো মোহ নেই। বাবা অনেক রকম বিষয়ে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা হলেন নিরাকার। মনুষ্য তো ওঁনাকে নাম-রূপ থেকেও আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু নাম-রূপ থেকে আলাদা কোনো জিনিস থোড়াই হয়। হে ভগবান, ও গডফাদার বলে না! তাহলে নাম-রূপ আছে না! লিঙ্গকেও শিব পরমাত্মা, শিববাবা বলে থাকে। প্রকৃতপক্ষেই বাবা তো আছেন না ! বাবার নিশ্চয়ই সন্তানও থাকবে। নিরাকারকে নিরাকার আত্মাই বাবা বলে। মন্দিরে গেলে ওঁনাকে বলবে শিববাবা এরপর ঘরে ফিরে বাবাকেও বলে বাবা। অর্থ তো কিছুই বোঝে না যে, আমরা এঁনাকে শিববাবা কেন বলি। বাবা উচ্চ থেকে উচ্চতর পঠন-পাঠন দুটি শব্দে করান - অল্ফ আর বে। অল্ফকে স্মরণ করলে বে-বাদশাহী তোমাদের। এটা হলো অনেক বড় পরীক্ষা। মানুষ বড় পরীক্ষায় পাশ করার পরে প্রথমে করা পড়াশোনা থোড়াই স্মরণে থাকে। পড়তে-পড়তে শেষে সার বুদ্ধিতে এসে যায়। এখানেও ঠিক তাই। তোমরা পঠন-পাঠন করতে এসেছো। বাবা বলেন মন্মনাভব, সুতরাং দেহের অভিমান ছিন্ন হয়ে যাবে। এই মন্মনাভবর অভ্যাস গড়ে উঠলে শেষে গিয়ে শুধুই বাবা আর বর্সা স্মরণে আসবে। মুখ্য বিষয়ই হলো এই, কত সহজ। ঐ পড়াশোনায় এখন তো জানা নেই কি-কি পঠন-পাঠন করে। যেমন রাজা তেমনই ওরা নিজেদের নিয়ম চালাতে থাকে। আগে মণ, সের, পোয়া এই হিসেব চলতো (জিনিসের মাপ)। এখন কিলো ইত্যাদি কি-কি সব বেরিয়েছে। কত ভিন্ন-ভিন্ন এলাকা হয়ে গেছে। দিল্লীতে যে জিনিস এক টাকা সের, বম্বেতে পাওয়া যাবে দুই টাকা সের, কেননা এলাকা আলাদা-আলাদা। প্রত্যেকেই জানে আমরা আমদের রাজ্যকে অনাহারে থোড়াই মারবো। কতো ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি হয়, কতোই না দ্বন্দ্ব।

ভারত কতো সলবেন্ট (সমৃদ্ধ) ছিল তারপর ৮৪ চক্র ঘুরতে ঘুরতে ইনসলভেন্ট (কাঙাল) হয়ে গেছে। বলাও হয় হীরের মতো অমূল্য জন্ম কানাকড়ির মতো বদলে হারিয়ে গেছে.... বাবা বলেন তোমরা কড়ির পিছনে কেন মরো। এখন তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নাও, পবিত্র হও। তোমরা আহ্বানও করো - হে পতিত-পাবন এসো, পবিত্র করে তোলো। এতে প্রমাণ হয় যে পবিত্র ছিলে, এখন নেই। এখন কলিযুগ। বাবা বলেন আমি পবিত্র দুনিয়া তৈরি করবো সুতরাং পতিত দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে, সেইজন্যই এটা হলো মহাভারতের লড়াই যা এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। ড্রামাতে এই বিনাশ হওয়া নির্ধারিত হয়ে আছে। প্রথম-প্রথম তো বাবার (ব্রহ্মা) সাক্ষাৎকার হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন বিশাল রাজত্ব পাওয়া যায় তো তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, তারপর বিনাশের সাক্ষাৎকার করান। মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। এটা গীতার শব্দ। কিছু-কিছু শব্দ গীতায় ঠিক আছে। বাবাও বলেন আমি তোমাদের এই জ্ঞান শোনাই, তারপর এটা প্রায় লোপ হয়ে যায়। কারো জানা নেই যে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। ঐ সময় জনসংখ্যা খুব অল্প সংখ্যক থাকে, এখন কত বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এই চেঞ্জ হওয়া উচিত। অবশ্যই বিনাশ হওয়া উচিত। মহাভারতের লড়াইও আছে। নিশ্চয়ই ভগবানও থাকবেন। শিব জয়ন্তী উদযাপন করা হয় শিববাবা এসে কি করেছিলেন? সেটাও জানেনা। এখন বাবা বসে বোঝান, গীতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা রাজত্ব পেয়েছে। গীতাকে মাতা-পিতা বলা হয়, যার মাধ্যমে তোমরা আবারও দেবতা হও সেইজন্যই চিত্রে দেখানো হয়েছে - শ্রীকৃষ্ণ গীতা শোনাননি। শ্রীকৃষ্ণ গীতা জ্ঞান দ্বারাই রাজযোগ শিখেছিলেন, কাল (সত্যযুগে) এরপর শ্রীকৃষ্ণ হবেন। ওরা শিববাবার পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। সুতরাং বাবা বুঝিয়ে বলেন, এটা নিজের ভিতরে পাক্কা নিশ্চয় করো, কেউ যেন উল্টো-পাল্টা কথা শুনিয়ে তোমাদের নিচে নামিয়ে না দেয়। ওরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে - বিকার ছাড়া সৃষ্টি কিভাবে চলবে? এটা কিভাবে হবে? আরে, তোমরা নিজেরাই বলো - ওটা ভাইসলেস দুনিয়া ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলো তো তাহলে আবার বিকারের বিষয় কিভাবে হতে পারে? এখন তোমরা জানো বেহদের বাবার কাছ থেকে অসীমিত বাদশাহী পাওয়া যায়, সুতরাং এমন বাবাকে স্মরণ কেন করব না? এটা হলো পতিত দুনিয়া। কুম্ভ মেলায় লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। বলে ওখানে একটা গুপ্ত

নদী আছে। নদী কখনও কি গুপ্ত হতে পারে? গোমুখও তৈরি করেছে। বলে এখানে গঙ্গা আসে। আরে, গঙ্গা তো নিজের পথে সমুদ্রে যাবে নাকি এখানে তোমাদের কাছে পাহাড়ে আসবে। ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞান, ভক্তি তারপর বৈরাগ্য। এক হলো সীমিত জাগতিক বৈরাগ্য, দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীরা ঘর পরিবার ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে থাকে, এখানে তো সেটা নেই। তোমরা বুদ্ধি দিয়ে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে থাকো। তোমরা রাজযোগী বাচ্চাদের মুখ্য কর্তব্য হলো পড়াশোনা করা আর পড়াশোনা করানো। এখন রাজযোগ কোনো জঙ্গলে থোড়াই শেখানো যায়। এটা স্কুল। ব্রাঞ্চ (সেন্টার) হতেই থাকে । তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো। শিববাবার কাছে পড়াশোনা করে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা শেখান। এক শিববাবা থোড়াই সবাইকে বসে শেখাবেন। অতএব এটা হলো পান্ডব গভর্নমেন্ট। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে আছো। এখানে তোমরা কত শান্তিতে বসে আছো, বাইরে কত হাঙ্গামা। বাবা বলেন ৫ বিকারকে দান করলে গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে। আমার হলে আমি তোমাদের সব কামনা পূর্ণ করবো। তোমরা বাচ্চারা জানো এখন আমরা সুখধামে যাবো, দুঃখধামে আগুন লাগবে। বাচ্চারা বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছে এখন সময় খুব অল্প সেইজন্যই স্মরণের যাত্রায় থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর উচ্চ পদ পাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার উত্তরাধিকারের সম্পূর্ণ অধিকার নেওয়ার জন্য বেঁচে থেকেও মরতে হবে। অ্যাডপ্ট হয়ে যেতে হবে। কখনও নিজের উচ্চ ভাগ্যের উপরে রেখা টানা উচিত নয়।

২) কখনও উল্টো-পাল্টা কথা শুনে সংশয়ে আসা উচিত নয়। সামান্যতম নিশ্চয়ও যেন না সরে। এই দুঃখধামে আগুন লাগবে সেইজন্যই এর থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ সরিয়ে আনতে হবে।

বরদানঃ- সময় অনুসারে নিজের ভাগ্যকে স্মরণ করে খুশি আর প্রাপ্তিতে পূর্ণ হওয়া স্মৃতি স্বরূপ ভব

ভক্তিতে তোমরা স্মৃতি স্বরূপ আত্মাদের স্মৃতিতে ভক্তরা আজও তোমাদের প্রতিটি কর্মের বিশেষত্বকে স্মরণ করে অলৌকিক অনুভবে হারিয়ে যায়, তাহলে নিজেদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে তোমরা কতোইনা অনুভব প্রাপ্ত করেছো। শুধুমাত্র যেমন সময়, যেমন কর্ম তেমনই স্বরূপের স্মৃতি ইমার্জ রূপে অনুভব করলে অনেক বিচিত্র খুশি, বিচিত্র প্রাপ্তির ভান্ডার হয়ে যাবে আর অন্তরে অন্তহীনভাবে (অনহদ) এই গীত-ই বাজবে যা পাওয়ার ছিল পেয়ে গেছি।

স্লোগানঃ- নম্বর ওয়ানে আসতে হলে শুধুমাত্র ব্রহ্মা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;